সাতদিন

১৬ অক্টোবর : গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সংকটের প্রতিবাদে পুরান ঢাকায় বিক্ষোভ

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে আদালতের দেওয়া শেষ দিন অতিবাহিত।

এনইসি সভায় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) চূড়ান্ত অনুমোদন।

ভেজাল দুধ বিক্রির দায়ে মিল্ক ভিটাকে দ্বিতীয় দফা জরিমানা।

১৭ অক্টোবর : হরকাতুল জিহাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা।

শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে আহত ৫০, ডুয়েট বন্ধ।

১৮ অক্টোবর : বাংলাদেশ টানা পঞ্চমবারের মতো দুর্নীতে শীর্ষ স্থান লাভ করেছে।

বেসরকারি ৩০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হলেন।

সিলেটে বিচারকের ওপর বোমা হামলা। অল্পের জন্যে প্রাণ রক্ষা।

১৯ অক্টোবর : কাঁচপুরে ওপেক্স ও সিনহা শিল্পগোষ্ঠীর শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। ভাঙচুর, গুলিও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ৬ ঘন্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট মহাসড়ক বন্ধ।

কড়া নিরাপত্তায় ইরাকি আদালতে সাদ্দামের বিচার শুরু।

২০ অক্টোবর : কোম্পানীগঞ্জে ব্যবসায়ীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি নিহত ৫। আহত অর্ধশতাধিক ওসি প্রত্যাহার।

বিচার বিভাগ পৃথক করতে সময় চেয়ে সরকারের আবেদন নাকচ করেছেন আদালত।

২১ অক্টোবর : দুই জঙ্গি নেতার ছবি নিয়ে ঢাকায় পুলিশের পোস্টার

সাদ্দাম হোসেনের গণহত্যা মামলার আইনজীবীকে অপহরণের পর হত্যা।

২২ অক্টোবর : তিন পার্বত্য জেলায় ফিক্সড মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ।

বিকেএসপিতে দরপত্র ছিনতাইকালে ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার।

আদালতের রায় নিভৃতে কাঁদে!

সাজেদুর রহমান

প্রবলের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বল ও অসহায় মানুষের বিচার না পাওয়ার আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' অর্থাৎ দুর্বল ও সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বাস্তবতা বাংলাদেশে সব যুগে ও সরকারের আমলে চলে এসেছে। কিন্তু মাননীয় আদালতের রায় ও নির্দেশনা ক্রমাগত উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করার কাজটি একমাত্র জোট সরকারই করে চলছে। আজ কেবল বিচারের বাণী নয়, আদালতের রায়ও নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে।

১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল। ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে ৬টি বছর ও ৩টি সরকার। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের। প্রতিবারই তারা জনগণের কাছে ওয়াদা করে ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় গিয়ে যথারীতি তা ভুলে যায়।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ আর সময় দিতে রাজি নয়। আদালত স্পষ্ট তাই জানিয়ে দিয়েছে বিগত সময়ে ২২ বার সময় দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

> 'সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে বাধ্য নয়। ...'
>
> মোহাম্মদ আলী
> এ্যাটর্নি জেনারেল

তাই সরকারকে আর সময় দেওয়া নয়। এরকম অবস্থা বিচার বিভাগ পৃথক করার ক্ষেত্রে সরকারের সামনে এখন ২টি পথ খোলা। এক, সংবিধান অনুযায়ী আদালতের রায় বাস্তবায়ন করা। দুই, বাস্তবায়ন না করার দায়ে আদালত অবমাননার জন্য বিচারের সম্মুখীন হওয়া। সরকার যদি দ্বিতীয় পথে যায় তবে রাষ্ট্রের দুই প্রধান অঙ্গ নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ মুখোমুখি হতে

পারে।

গত ২০ অক্টোবর উচ্চ আদালত কর্তৃক সর্বশেষ আদেশের পর নিম্ন আদালতের বৈধতা প্রশ্নে ২ ধরনের বিশেষজ্ঞ মত পাওয়া গেছে। এক পক্ষ মনে করেন আপিল বিভাগের আদেশে সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। অন্য পক্ষের মতে, এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা নেই।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিচার বিভাগ পৃথক করার ক্ষেত্রে সরকারের এই সিদ্ধান্তহীনতায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিম্ন আদালত। কেননা, সুপ্রিমকোর্টের ১২ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যমান বিচার কাঠামো সংবিধান পরিপন্থী। আবার আদালতের নির্দেশনা নিম্ন আদালতের জন্য যে বিচার কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা এখনো হয়নি। এ অবস্থায় বর্তমান নিম্ন আদালতের বিচার কাজের বৈধ্যতা প্রশ্ন সাপেক্ষ থেকে যাবে।

অন্যপক্ষ মনে করেন, নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এসব বিষয়েই কেবল আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেছিলেন। ফলে এসময়ে নিম্ন আদালতে বদলি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু বিচার ব্যবস্থা বিশেষ করে বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই।

এটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আলী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার 'মূলনীতিসমূহ'।' এটর্নি জেনারেল আরো বলেন, 'সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে পাঁচশ বিষয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে রয়েছে এই মূলনীতিসমূহের বর্ণনা।'

দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত ২২ অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। এই প্রশ্নের উত্তরে এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে বাধ্য নয়। কারণ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগেই আরেকটি অনুচ্ছেদে ৮(২) বলা হয়েছে : আদালতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত নীতিসমূহ বলবৎ করা যাবে না। ৮(২) অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করবে, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তা নির্দেশক হবে এবং তা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে, তবে এসব নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎ (কার্যকর) হবে না।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের বিচার বিভাগ এখন ১০০% স্বাধীন, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত কোনো কিছুই করা হচ্ছে না, ম্যাজিস্ট্রেসি আলাদা করার প্রক্রিয়া চলছে, বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সার্ভিস কমিশনের কাজ চলছে। বিভিন্ন আইনের সংশোধনীও প্রক্রিয়াধীন আছে। রাষ্ট্র ও সরকার ১২ দফার নির্দেশনা বাস্তবায়নে বসে নেই। কিন্তু অনেক সময় প্রয়োজন। সরকার তার সামর্থ্য অনুযায়ীই সব করবে। আর এ ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আরো সময় না দিলে সংবিধান অনুযায়ীই 'এই প্রক্রিয়া' চলতে থাকবে। সে কারণেই এটর্নি জেনারেলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮(২) অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত কথা। দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত নীতিসমূহ কোনো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। আর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে দ্বিতীয় ভাগেরই ২২ অনুচ্ছেদে।

১৯৯৯ সালে মাসদার হোসেন মামলার রায় প্রদানকারী তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য আপিল বিভাগের কতগুলো বিধিমালা করার নির্দেশনা ছিল। এ আদেশের ফলে ওই রায় বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বারবার নেয়া স্থগিতাদেশ স্থগিত হয়ে গেছে। সে স্থগিতাদেশ আর রইলো না। তিনি বলেন, অধস্তন আদালত কেমন হবে, কার অধীনে কোন বিধিমালা থাকবে, কারা তা কীভাবে করবেন- রায়ে এসব গঠন প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে বলা আছে। ৫ বছর সময় নিয়ে এটা করা হয়নি। সে সময় এখন পার হয়ে গেছে। তখন ওই ধরনের বিচার পদ্ধতি ও গঠন প্রক্রিয়া না থাকলে সে ধরনের বিচার পদ্ধতি ও বিচার গঠন প্রক্রিয়া আইসম্মত হলো কি না- এ প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, কাল থেকে বিচার কাজ চলা উচিত না- এ কথা আমি বলবো না। আমি বলবো, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবার নতুন কোন রকম নির্দেশনা গেলে তারপর আর কোন বিচার কাজ চলে না- তাহলে কোর্টের নির্দেশনা পালনে সরকার বাধ্য হবে।'

এখন অপেক্ষার পালা। সুপ্রিম কোর্টে সর্বশেষ যে সময় দিয়েছে তাতে ১ ফেব্রুয়ারি শুনানির পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেছেন। সেদিন কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে- সরকারের না জনগণের। নাকি আদালতের রায় নিভৃতে কাঁদবে।

'হাইকোর্টের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবার নতুন কোন রকম নির্দেশনা গেলে তারপর আর কোন বিচার কাজ চলে না- তাহলে কোর্টের নির্দেশনা পালনে সরকার বাধ্য হবে...'

বিচারপতি মোস্তফা কামাল
সাবেক প্রধান বিচারপতি

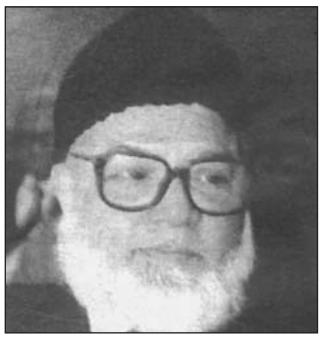

যশোর

বায়োগ্যাস দিয়ে চলছে ফ্যাক্টরি

মামুন রহমান

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বায়োগ্যাস প্লান্ট দিয়ে যশোরে একটি রিরোলিং ফ্যাক্টরি চলছে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যায় থাকায় প্রতিদিন অন্তত আড়াই লাখ টাকার গ্যাস নষ্ট হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাদের উৎপাদিত গ্যাস বাজারে প্রচলিত সিএনজি গ্যাসের মতোই। সিলিন্ডারে ভরতে পারলেই এ গ্যাস বাজারজাত করে বিক্রি করা সম্ভব। তা হলে দেশে গ্যাসের ব্যবহারও বাড়বে। লাভবান হবেন সব শ্রেণীর ব্যবহারকারীরা। বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হলে সেখানে অনেকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে। এ ছাড়া উৎপাদনকারীরাও লাভ করতে পারবেন লাখ লাখ টাকা।

যেভাবে শুরু

যশোর শহরতলী আরবপুর এলাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আকবর আলী। নানা ব্যবসার পাশাপাশি তিনি একটি রিরোলিং ফ্যাক্টরিরও মালিক। শামীম রিরোলিং নামের ঐ ফ্যাক্টরিটি একই এলাকার সুজলপুরে অবস্থিত। কারখানা চালাতে তিনি ব্যবহার করতেন ফার্নিস অয়েল। প্রতি মাসে লাগতো ১৭-১৮ গাড়ি তেল। কিন্তু জ্বালানি মন্ত্রণালয় হঠাৎ করেই বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফার্নিস অয়েল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে তিনি চরম বিপাকে পড়ে যান। তখন থেকেই তিনি উদ্যোগে নেন বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের। এবং ৪ মাসের মধ্যে তিনি প্লান্ট নির্মাণ করে তা থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু করেন।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে ঐ প্লান্টে পূর্ণমাত্রায় গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। যে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে শামীম রিরোলিং ফ্যাক্টরির উৎপাদন কাজেও। এতে মিল কর্তৃপক্ষের প্রতি মাসে অন্তত ৫ লাখ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। শামীম মেটাল অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আকবর আলী জানান, তার

যশোরের জেলা প্রশাসক বায়োগ্যাস প্ল্যান্টপরিদর্শন করেন

মোটামুটি ২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ সিলিন্ডার গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। যা থেকে আয় হবে প্রায় ৪ লাখ টাকা...

মালিকানাধীন শামীম রিরোলিং ফ্যাক্টরির আগে মাসে গড়ে ১৭ থেকে ১৮ গাড়ি ফার্নিস অয়েল লাগতো। কিন্তু কারখানায় বায়োগ্যাস ব্যবহার করায় বর্তমানে প্রায় ৫ গাড়ি তেল কম লাগছে। তবে তিনি জানান, প্রযুক্তিগত সমস্যা না থাকলে ফার্নিস অয়েলের ব্যবহার আরও কম হতো। কারণ প্লান্টে উৎপাদিত সব গ্যাস ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ কারণে প্রতিদিন প্রায় আড়াই লাখ টাকার গ্যাস নষ্ট করে দিতে হচ্ছে। প্রতিমাসে যার পরিমাণ ৭৫ লাখ টাকা। তিনি বলেন, তার প্লান্টে যে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে তা সিলিন্ডারে ভরে বাজারজাত করাও সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সিলিন্ডার রিফিলিং মেশিন। এই মেশিনটি থাকলেই এখন প্রতিদিন তার যে ৫০০ সিলিন্ডারের সমপরিমাণ গ্যাস নষ্ট করে দিতে হচ্ছে তা তারা বাজারজাত করতে পারতেন। তিনি জানান, গ্যাস রিফিলিং মেশিনটির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা হওয়ায় আপাতত তিনি তা কিনছেন না। তবে উৎপাদিত যে গ্যাস নষ্ট করতে হচ্ছে তা ফ্যাক্টরির কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করছেন। তাহলে তার ফ্যাক্টরিতে ফার্নিস অয়েল ব্যবহারের পরিমাণ আরো কমে যাবে।

বাণিজ্যিকভাবেও বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ সম্ভব

শামীম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদিত বায়োগ্যাস তাদের রিরোলিং ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করলেও বাণিজ্যিকভাবেও এর উৎপাদন সম্ভব ও লাভজনক। মোটামুটি ২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে প্রতিদিন প্রায় ৮০০ সিলিন্ডার গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। যা থেকে আয় হবে প্রায় ৪ লাখ টাকা। বিনিয়োগকৃত ২ কোটি টাকার মধ্যে প্লান্ট নির্মাণে খরচ হবে ২০ লাখ টাকা। সিলিন্ডার রিফিলিং মেশিন ১ কোটি টাকা এবং সিলিন্ডার কেনা বাবদ ৫০ লাখ টাকা। বাদবাকি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করা যাবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচে। এ ধরনের একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করতে পারলে তাতে প্রতিদিন যে গ্যাস উৎপন্ন হবে তা দিয়ে অনায়াসে একটি মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব। তবে যদি কেউ বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস প্লান্ট তৈরি করেন তাহলেও তিনি বছরে লাখ লাখ টাকা লাভ করতে পারবেন। যদি প্রতিদিন ৭০০ সিলিন্ডার গ্যাসও উৎপাদন হয় তাহলে তা বিক্রি হবে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। যার পরিমাণ মাসে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। শামীম রিরোলিং ফ্যাক্টরিতেও বর্তমানে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ সিলিন্ডার গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। তবে বর্তমান বাজারে প্রচলিত সিলিন্ডারে ঐ গ্যাস রাখা সম্ভব নয় বল জানান আলী আকবর। তিনি বলেন, 'প্লান্টে উৎপাদিত বায়োগ্যাস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উন্নতমানের। এ জন্য এ গ্যাস রাখার জন্য পৃথক সিলিন্ডার প্রয়োজন।'

উপাদান

বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহার করা হচ্ছে মুরগির বিষ্ঠা এবং গোবর। যা এখন সহজলভ্য। পোল্ট্রি ফার্মের ব্যাপকতার কারণে কমমূল্যে মুরগির বিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব। অপরদিকে গোবরও সহজলভ্য। যে কারণে খুব সহজে বায়োগ্যাস উৎপাদন সম্ভব। শামীম রিরোলিং ফ্যাক্টরিতে নির্মিত প্লান্টে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ড্রাম গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা দেয়া হয়। তা থেকে ঘন্টায় গড়ে গ্যাস উৎপাদন শেষে জমে থাকা বর্জ্য উন্নত জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায় জমিতে। তিনি বলেন, 'বাণিজ্যিকভাবে ছাড়াও ইচ্ছা করলে অনেকে রান্না-বান্নার জন্যও বাড়িতে ক্ষুদ্রাকারে এ প্লান্ট তৈরি করতে পারেন। তাহলে সাশ্রয় হবে। জ্বালানি খরচও।